ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী

অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় যুবকের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় অস্ত্র মামলায় জুয়েল হোসেন (৩১) নামের এক যুবকের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামি জুয়েল হোসেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন কসায়ের ছেলে।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকার পক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি রাত ১১টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার চল্লিশপাড়া গ্রামের মাঠের মধ্যে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে জুয়েল হোসেনকে একটি বিদেশি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি, দুটি ম্যাগজিনসহ আটক করে।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর আদালত এ মামলায় সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। নির্ধারিত ধার্য তারিখে আদালতের বিচারক মামলার আসামিকে এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন

কুষ্টিয়ায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায়

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ক্রেতা, বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তিনি জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা করেন জেলা প্রশাসক।

উক্ত সভায় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজিব পাল, স্যানেটারী ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম, খেয়া রেস্তোরাঁর জেনারেল ম্যানেজার সাইদুল বারী টুটুলসহ জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব।

মিরপুরে ওমর ফারুক স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি হাইস্কুল মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলা শেষে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরষ্কার, ট্রফি ও মেডেল তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

সাংবাদিক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য দেলোয়ার হোসেন দুলাল, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মাসুম বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুকের সন্তান হাজ্জাত হোসেন, ইয়াছিন মাহমুদা স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদ রাজিব, পুলিশ সদস্য আহসান কবির, রোনিতা ট্রেডার্সের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন, ডিপো ইনচার্জ আরিফ হোসেন, জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন’র (কম্পন) সভাপতি সোহেল রানা (মন্ত্রী), উশু ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল, দফতর সম্পাদক আবদুল মজিদ জিয়া, বারুইপাড়া ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জুয়েল আহমেদ, পপুলার ফার্মসীর স্বত্বাধিকারী রাকীব রায়হান, পান ব্যাবসায়ী মহিবুল, বাবু, আকরাম হোসেন, রাশেদসহ স্থানীয়রা।

খেলায় হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব ও চৌড়হাস পিকুল স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যকার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব-৩ ও চৌড়হাস পিকুল স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাব-১ গোল দিয়ে হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

চ্যাম্পিয়ন দলের খাশি ছাগল, চ্যাম্পিয়ম ট্রফি, মেডেল এবং রানারআপ দলের মাঝে দুইটি রাজহাঁস, ট্রফি ও মেডেল তুলপ দেন অতিথিরা। খেলা পরিচালনা করেন বদরুল হোসেন।

চাল নিয়ে চালবাজী, কুষ্টিয়ায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় ও প্রতি বস্তায় ওজনে কম দেওয়ার অপরাধে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দেশব্যাপী চালের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কুষ্টিয়ার খাজানগর এলাকায় বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়।

এসময় ২৫ কেজির প্রতি বস্তা চালে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত কম দেওয়া, চাল বিক্রির সময় কোন ভাউচার প্রদান না করা এবং একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় কার অপরাধে দুইটি মিল মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয় অভিয়ান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, চালের মূল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়ার খাজানগর এলাকার বিভিন্ন মিলে বাজার তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় হালিম অটো রাইস মিলে গিয়ে দেখা যায় তারা ২৫ কেজির প্রতি বস্তা চালে ৩০০ গ্রাম পর্যন্ত কম দিচ্ছে। তারা চাল বিক্রির সময় কোন ভাউচার প্রদান করে না। একই চাল বিভিন্ন ব্রান্ডের নামে বস্তাজাত করে বিক্রয় করছে। বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। পাশাপাশি মোজাম্মেল এন্টারপ্রাইজ এর মালিক আসমা এন্টারপ্রাইজের নামে চালের পাইকারি ব্যবসা করেন। তিনি কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই কাজললতা চালের দাম প্রতি কেজিতে দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আসমা এন্টারপ্রাইজ কে ৫০

হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী ওই দুই প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছ থেকে মোট এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। যাতে আড়তদার ও মিলাররা চালের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য এ বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবীর নাথ চৌধুরী, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুস সালাম তরফদার, ◌েজলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজিব পাল ও জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুলতানা রেবেকা নাসরীন।

এদিকে, সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বাজারে মূল্য বেশি হওয়ায় কুষ্টিয়ায় চাল সংগ্রহ অভিযানে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। জেলায় প্রতিবছর চাল সংগ্রহ অভিযান শতভাগ সফল হলেও এবছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং সরেজমিনে জেলার দুটি খাদ্যগুদামে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের মে মাস থেকে কুষ্টিয়াসহ সারাদেশে মিল মালিকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে একযোগে চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এবছর কুষ্টিয়া জেলায় চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪২ হাজার ৬৭৪ মেট্রিক টন। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায়ই চাল সংগ্রহের টার্গেট নির্ধারণ করা হয় ৩৭ হাজার ৪৯৪ টন।

খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে এবছর চাল সংগ্রহ অভিযানের জন্য জেলার ৪৬৯ মিল মালিকের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করা হয়। প্রতি কেজি চালের সরকারি দর নির্ধারণ করা হয় ৪০ টাকা। কিন্তু চাল সংগ্রহ অভিযানের শুরুতেই সরকারনির্ধারিত দামের চেয়ে চালের বাজারমূল্য বেশি হওয়ায় সংগ্রহ অভিযানে ধীর গতি দেখা দেয়। খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে দফায় দফায় তাগাদা দেওয়ার পরও মিলারদের মধ্যে চাল সরবরাহে অনীহা দেখা যায়। চলতি বছরের ৩১ আগস্ট চাল সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর থেকেই সংগ্রহ অভিযানে স্থবিরতা নেমে এসেছে। দফায় দফায় তাগাদা দেওয়া স্বত্বেও মিলাররা কোনোভাবেই চাল সরবরাহ করছেন না। ৪৬৯ জন মিল মালিকের

মধ্যে ২৫টি হাসকিং মিল মালিক একেবারেই চাল সরবরাহ করেননি বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ অটোমেজর অ্যান্ড হাসকিংমিল মালিক সমিতি কুষ্টিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন বলেন, মিলগেটে বর্তমানে স্বর্ণা মোটা চাল ৫০ থেকে ৫১ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর খুচরা বাজারে এই চাল ৫২ থেকে ৫৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বাজারে বর্তমানে ধানের দামও বেশ চড়া। বাজারে মোটা ধান ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হচ্ছে। এতে গুদামে চাল দিলে লোকসান হবে দেখে মিলাররা চাল সরবরাহ করতে চাচ্ছে না।

কুষ্টিয়া থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গতকাল ২৮ আগস্ট কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ের রোটারী ফিজিওথেরাপি সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য আহবায়ক শামসুজ্জামান সাদীর সভাপতিত্বে এবং শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব ওবায়দুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বিজ্ঞ জিপি এ্যাড আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, একাত্তরের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক গওহার নঈম ওয়ারা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক নজরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল, গণহত্যায় শহীদ পরিবারের সন্তান রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, তপন, গবেষক ইমাম মেহেদী, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সৈয়দা হাবিবা ও সেক্রেটারি তুষার রতন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পাকিস্তানিদের সহযোগী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের চক্রান্তে আগস্টের ২৮ তারিখ রাতে থানাপাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে আট–দশজন যুবককে ধরে এনে ছয় রাস্তার মোড়ে জড়ো করা হয়। এঁদের অনেকেই এপ্রিল থেকে এযাবৎ গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছেন। আবার কেউ বন্যার কারণে, কেউ ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ির দেখাশোনার জন্য শহরে এসেছিলেন। ছয় রাস্তার মোড়ের কাছেই আবদুস সবুর নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। যুদ্ধের আগের বছর পরিবহন ব্যবসা শুরু করেন। ট্রাক ছিল তাঁর। ট্রাকের দুজন শ্রমিকসহ তাঁকে হত্যা করা হয়। শ্রমিক দুজনের নাম–ঠিকানা জানা যায়নি। ভেড়ামারা হাইস্কুলের তরুণ বিজ্ঞান শিক্ষক কামাল উদ্দিন শেখ ফেরত এসেছিলেন মেহেরপুর থেকে। সঙ্গে তাঁর এক শিশু বয়সী ভাই নুরুল ইসলাম শেখ। উদ্দেশ্য ছিল ছয় রাস্তার মোড়ের তাঁদের বাড়িটা রক্ষা করা আর পরিস্থিতি বুঝে একে একে পরিবারের অন্য সদস্যদের ফিরিয়ে আনা। এই দুই ভাইকেও হত্যা করা হয় সেই রাতে। তাঁদের পিতা নাজির আহমেদ শেখ ছিলেন কুষ্টিয়া সদর মহকুমা অফিসের প্রধান সহকারী।

অবিভক্ত নদীয়া জেলার নির্বাচিত জেলা পরিষদ সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে কুষ্টিয়া জেলার জি পি খানবাহাদুর শামসুজ্জহার পুত্র ব্যবসায়ী ওবায়দুর রহমান বুলু একাই বাড়ির দেখাশোনা আর বকেয়া কিছু কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে শহরের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকেও সে রাতে ধরে নিয়ে আসে হানাদারদের দোসর উর্দুভাষী আর জামাতিরা। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁদের প্রতিবেশী কুষ্টিয়া শহর রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার এবং ‘পাক রেস্তোরাঁর’ মালিক উর্দুভাষী নেসার খাঁ এবং কুষ্টিয়া শান্তি কমিটির প্রধান সাদ আহমদ সেই রাতে ছয় রাস্তার মোড়ে অবস্থান করে হত্যার দিকনির্দেশনা দেন।

এই নেসারই ওবায়দুর রহমান বুলুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যান। এ ঘটনার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন তাঁর ছোট ভাই, তখন মেডিকেল ছাত্র শওকত হায়াত শ্যামা। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে নেসারদের হাতে ধরা পড়ার আগেই ছোট ভাইকে অন্য দরজা দিয়ে বের করে দেন। শওকত হায়াত পাশের বাসায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যান। বলে রাখা ভালো, থানাপাড়া গণহত্যার হোতা সাদ আহমদ তরুণ বয়সে শহীদ ওবায়দুর রহমান বুলুর পিতা খান বাহাদুর শামসুজ্জহার হাত ধরে তাঁদেরই বাড়িতে থেকে আইন ব্যবসার প্রাথমিক তালিম পেয়েছিলেন।

শহরের প্রধান সড়ক হাই রোডের আমতলার কেরোসিন বিক্রেতা তরুণ দিনু ওরফে দিন মহাম্মদকেও সেদিন উঠিয়ে নিয়ে আসে তারা। শেষ পর্যন্ত দিনুকে তারা সারা রাত আটকে রেখে ছেড়ে দিলেও বাকিদের জিকের ঘাটে

(যেখানে এখন শেখ রাসেল সেতু নির্মিত হয়েছে) নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে গড়াই নদে ফেলে দেয়। তাঁদের লাশের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দিনুর বয়ান অনুযায়ী, কুষ্টিয়ার তৎকালীন জামায়াত নেতা মহিউদ্দিন ওই হত্যাকারীদের সঙ্গে ছিল। তাঁকেসহ সাতজনকে যখন নদীর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ঘাটে বাঁধা জ্বালানি কাঠ (খড়ি)-এর নৌকার লোকজন জেগে গেলে নৌকায় থাকা তিনজনকে একসঙ্গে হত্যা করা হয়, নৌকার অন্য দুজন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলির হাত থেকে বাঁচলেও তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা জানা যায়নি। জনশূন্য জ্বালানি কাঠের সেই নৌকা অনেক দিন দাবিহীন পড়েছিল ঘাটে।
আলোচনা সভায় শেষে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এতে শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট থানাপাড়া গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিন রাতে রাজাকারদের হাতে শহরের থানাপাড়া জিকে ঘাটে ১০ জন নির্মমভাবে শহীদ হন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুস সবুর, শিক্ষক কামাল উদ্দিন শেখ, কিশোর নূরুল ইসলাম শুকু, ওবায়েদ রহিম বুলু ও আক্কেল মোল্লা ঐদিন রাতে রাজাকারদের হাতে প্রাণ হারান। অবশিষ্ট পাঁচজনের পরিচয় আজও জানা যায়নি।

এরআগে, শহীদ পরিবার, কুষ্টিয়া’র সদস্য সচিব মোঃ ওবাইদুর রহমান ও নির্বাহী সদস্য মোঃ শহিদুল ইসলাম দিপু গতকাল কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রবিউল ইসলামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে তারা “শহীদ স্মৃতি সড়ক” নামে একটি সড়কের নামকরণ ও সেখানে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি নামফলক স্থাপনের অনুরোধ জানান।

কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলার হসপিটাল রোড সংলগ্ন বিসিআইসি ডিলার মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা ও তরুণ মোড় সংলগ্ন বিসিআইসি সাব-ডিলার মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বাজারে ডিলাররা এমওপি সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও খুচরা বিক্রেতারা দাম বেশি রাখছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার বিকেলে উপরোক্ত এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে যৌথভাবে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায় মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজ এমওপি ও টিএসপি সারের দাম সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেছে এছাড়াও মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজও বেশি দামে সার বিক্রি করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ শাহীদুল ইসলাম যৌথভাবে আদালত পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল বলেন, সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানাসহ কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ সময় তিনি জনসাধারণের কাছে অনিয়মের তথ্য চেয়ে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান, ৩ নারীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিফাতুর

নাহার ও ঈশিতা আকতার অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শহরের হাউজিং বি ব্লক এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে শাপলা খাতুন (২৭), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার শেখ পাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ময়না খাতুন (৪০) ও সদর উপজেলার চৌড়হাস এলাকার মৃত হারুন মণ্ডলের মেয়ে যুথি খাতুন (৩০)।

আদালত সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দালালরা অসহায় সাধারণ রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এ অভিযোগে তিনজন নারীকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে একজনকে এক মাস ও অপর দুজন ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শিফাতুর নাহার জানান, শাপলাকে এক মাস, ময়না ও যুথিকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কুমারখালীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দর্জির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পুতুলের জামা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে হানিফ দর্জি (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলার ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হানিফ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে থাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজি জেলার কুমারখালী উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের সোলাইমান ওরফে শলক মোল্লার ছেলে। এসব তথ্য

নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলার ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম।

মামলার নথি এবং আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ওই শিশুটি দরজির দোকানের সামনে খেলা করছিল। সেখানে শিশুটিকে পুতুলের জামা বানিয়ে দেওয়ার কথা বলে দোকানের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করেন আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজি।

এ সময় শিশুটি অসুস্থ হয়ে কান্নাকাটি করলে, কাউকে কিছু না জানানোর জন্য শিশুটিকে ভয় দেখান হানিফ। কিন্তু বাড়ি ফিরে শিশুটি তার মায়ের কাছে বিষয়টি খুলে বলে। তাৎক্ষণিক তার মা অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

আরও জানা যায়, এ ঘটনার দিনই শিশুটির বাবা বাদী হয়ে আবু হানিফকে আসামি করে কুমারখালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে মামলার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম বলেন, কুমারখালী থানায় দায়ের করা ৯ (১) / ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩ ধারায় মামলায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগ সাক্ষ্য ও শুনানি শেষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

এ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একমাত্র আসামি আবু হানিফ ওরফে হানিফ দরজিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। উক্ত টাকা ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে বলে উল্লেখ করেন আদালত।

কুষ্টিয়ায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, যুবক কারাগারে

কুষ্টিয়া শহরে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ফরিদপুরগামী মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় সুমন আলী (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে রেলওয়ে থানা পুলিশ।

শুক্রবার বেলা ১১টার সময় কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের জানালার কাঁচ ভেঙে এক যাত্রী আহত হন। আটক সুমন আলীর বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার বাসিন্দা।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজের আলী বলেন, সকালে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় মধুমতি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের এক যাত্রী আহত হন।

পরে পুলিশ পাথর নিক্ষেপের দায়ে সুমন নামের একজনকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে রেলওয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুমন একজন ভবঘুরে। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।